

আমোর মশাল জ্বালো

নন্দিনী হোসেন

১২ ফেব্রুয়ারী ২০০৬

পৃথিবীর আনাচে কানাচে যখন ধর্মীয় মৌলবাদীদের তান্ডব চলছে-তখন বাঙালী কিছু মুক্তচিন্তার মানুষ, তাদের মিলন তীর্থ মুক্তমনায় পালন করছে **ডারউইন দিবস** !আমি ব্যক্তিগত ভাবে নৈরাশ্যবাদী মানুষ নই। তবু যখন দেখি ‘আলোর রেখা’যেন ক্রমশ মিলিয়ে যাচ্ছে - শুধু বাংলাদেশ থেকেই নয়, প্রায় সবজায়গা থেকেই - তখন হতাশ হতে হয় বৈকি। নিজের চারিদিক, কাছে কিংবা দূরে একটু আলোর ক্ষীণরেখা- তা যতই ছিটা ফোঁটা হোক না কেন - নজরে আসলে তাতেই উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠা আমার স্বভাব। তারপরও গত কিছুদিন ধরে কেবলই মনে হচ্ছিল সব যেন অন্ধকারের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। যত দিন যাচ্ছে-আমরা যেন তত অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছি। চিন্তার মধ্যে আমাদের একটা জঁট পাকিয়ে যাচ্ছে কোথা ও। মানব সভ্যতা কি মানুষেরই সৃষ্ট অন্ধ সংস্কার, গোড়ামীর কাছে মুখ খুবড়ে পড়বে শেষ পর্যন্ত!

আমাদের দেশে বিজ্ঞান চর্চা নিয়ে নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কিছু কথা বলতে চাচ্ছি। বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিক্ষা স্কুল পর্যায়ে যা দেওয়া হয় অন্তত আমি নিজে অভিজ্ঞতা থেকে আজ উপলব্ধি করতে পারি-কেমন দায়সারা গোছের করে শেখানো হয় সব। যারা পড়ান অর্থাৎ যে শিক্ষকরা বিজ্ঞান পড়ান খুবই নিস্পৃহ ভঙ্গিতে। অথচ স্কুল পর্যায়েই সব চেয়ে বেশী প্রয়োজন বিষয় বস্তুকে আকর্ষণীয় করে বাচ্চাদের কাছে উপস্থাপন করা। কারণ যে কোন কিছু শেখার ভিতটুকু কিন্তু এই বয়সেই তৈরী হয়। কিন্তু আমাদের দেশে প্রায়শই দেখা যায় ছাত্ররা কি বুঝল, কত টুকু ধারণ করতে পারল, তা নিয়ে কারো তেমন কোন মাথা ব্যথা নেই। পরীক্ষা পাশের জন্য কয়েকটা প্রশ্নের উত্তর মুখস্থ করলেই কেবলা ফতে। বিজ্ঞান বিষয়ে গভীর ভাবে ভাবার কোন সুযোগই কখন ও সৃষ্টি হয় না- তার মূল কারণ হয়ত এই যে, মাথার কোষে কোষে ধর্মীয় সংস্কারের শেকল ছিন্ন করে সেখানে বিজ্ঞানের বিষয় গুলো প্রবেশ করার পথ খুঁজে পায় না। তা নিয়ে মুক্তমনে ভাবার, গভীর ভাবে নাড়াচাড়া করার ইচ্ছা তেমন কেউ পোষণ করে না। গভীরে প্রোথিত সংস্কারের বীজ উপড়ানোর সাহস খুব কম মানুষেরই থাকে। বিজ্ঞান তাই আমাদের দেশে শুধু পড়া হয় পরীক্ষা পাশের জন্য। কিন্তু বিজ্ঞানের অন্তর্নিহিত মর্মবাণী বিশ্বাস করার ‘ইচ্ছা’ ক’জন আর লালন করে! এই জন্যই কি না জানি না, বাংলাদেশে বিজ্ঞান শিখে বড় বড় ডিগ্রী-ধারীরা ধর্মগ্রন্থগুলোতে বরং বিজ্ঞান খোঁজায় আরও বেশী সিদ্ধহস্ত হয়ে উঠেন ! যেহেতু মোল্লা মৌলবীদের থেকে তাদের যুক্তির (কু-যুক্তির) ধার এবং ভার অনেক বেশি-তাই তারা সাধারণ মানুষ কে স্বীয় ‘জ্ঞানে’ সহজেই বোকা বানাতে পারেন ।

তাছাড়া বাংলায় বিজ্ঞান সম্পর্কিত বই পত্রের ও খুবই দৈন্য দশা চলছে বলতে হবে। হাতেগোনা কিছু বই ছাড়া তেমন কিছু পাওয়া যায় না। প্রাসঙ্গিক ভাবেই উল্লেখ করতে হয় একুশের বইমেলায় কথা। যেহেতু এখন ফেব্রুয়ারী মাস এবং একুশের বইমেলাও চলছে - তাই, নতুন বই সম্পর্কিত যে সব খবর প্রকাশিত হয় বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় অথবা দেশীয় টিভি চ্যানেল গুলোতে-তাতে বিজ্ঞান বিষয়ক বইয়ের প্রকাশনা এতই নগন্য যে, তা প্রায় হিসেবের মধ্যেই আসে না। আমাদের ছেলেমেয়েরা এখনও ওই ‘হিমু’ নিয়েই মাতামাতি করছে। অবশ্য আমি তার একেবারে বিরুদ্ধে নই। ড্রাগ ফাগ থেকে দূরে থেকে অন্ততঃ বই নিয়ে তো আছে! যাই হোক। মেলা শুরু হওয়ার সপ্তাহ খানেক পর একটি টিভি চ্যানেলে মেলা সংক্রান্ত

খবরে দেখলাম রিপোর্টার কিছু ইউনিভার্সিটির উচ্ছল ছেলেমেয়েদের কোন ধরনের বই তাদের পছন্দ জিজ্ঞেস করলে, সবাই নাক মুখ কুঁচকে রবীন্দ্র, নজরুল, বঙ্কিমের নাম উল্লেখ করে বলছিল, এঁদের বই তারা কিছুই বুঝে না, তাছাড়া পড়তে খুব সময় লাগে, কেউ বলছিল খুব 'স্নো' এসব বই! আর ও বলছিল কঠিন, ভারিষ্কি বিষয়ের বই কিনতে তারা মেলায় আসে না-আসে হাক্কা উপন্যাস কিনতে ইত্যাদি ইত্যাদি। আমি যখন এদের কথা শুনছিলাম, তখন খুব আশা করে ছিলাম অন্তত কেউ না কেউ অন্য কথা বলবে। কিন্তু কই, শুনলাম না তো! অবশ্য পরে ভেবেছি তাদের দোষ দিয়ে লাভ নেই। সমস্ত সিস্টেমটাই এখন হয়ে পরেছে 'ধরো তজ্জা মারো পেরেক' জাতীয়। সেখানে বিজ্ঞান শিক্ষার কি হাল হতে পারে সহজেই অনুমেয়। ছেলেমেয়েরা শিক্ষকদের দেওয়া নোট অনুযায়ী 'নিউটনের মাধ্যাকর্ষণ সূত্র' কিংবা 'চার্লস-বয়েলের সূত্র' এগুলো সব মুখস্থ করবে-পরীক্ষার বৈতরণী উৎড়াবে জিপিএ ফাইভ পেয়ে। মাথার ভিতর থাকবে আজন্ম লালিত 'ধর্মীয় অনুশাসন' আর কাগজের উপর পরীক্ষার হলে গিয়ে বিজ্ঞানের বাধা ধরা কিছু উত্তর অবিশ্বাসীর হাসি হেসে উগড়ে দিয়ে আসবে, এই তো চলছে-আর ও কত কাল চলবে কে জানে। এই অবস্থায় মুক্তমনার ডারউইন দিবস উদযাপন যেন টানেলের শেষে ক্ষীণ আলোক রেখার মতই জ্বালিয়ে রাখছে জ্ঞান এবং সত্যের রশ্মি টুকু, যা এখন, এই সময়ে আমাদের খুবই দরকার।

==

নন্দিনী হোসেন, সাতরং ওয়েব সাইটের (www.satrong.org) প্রতিষ্ঠাতা ও ইংল্যান্ডনিবাসী লেখক।